যায়যায়দিন

তারিখ ... 25 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গলাকাটা ফির খবর নিচ্ছে ইউজিসি

এম মামুন হোসেন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গলাকাটা টিউশন ফি ও উন্নয়নসহ নানা ধরনের ফির খোঁজখবর নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। সম্প্রতি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে অতিরিক্ত ফি আদায়কে কেন্দ্র করে ছাত্র অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইউজিসি এ কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

এদিকে বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত ফি আদায়ের কারণে আরো ১০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার নামে বাণিজ্য বন্ধে প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে নতুন কিছু ধারা যুক্ত করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এক আলোচনা সভায় নতুন ধারা যুক্তের বিষয়টিকে স্বাগত জানান ছাত্র ও শিক্ষকরা। তবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক ও তাঁদের প্রতিনিধিরা এর বিরোধিতা করেছেন।

ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আহ্ছানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভসহ ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ফি আদায়ের কারণে ছাত্র বিক্ষোভের আশঙ্কা করছে ইউজিসি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এ অর্থবছরে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ১০ কোটি টাকা কর আদায় হয়েছে, যার মধ্যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি দিয়েছে নয় কোটি টাকা। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, দেশের ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নিজস্ব ক্যাম্পাসসহ অবকাঠামো নেই। অভিযোগ আছে, ইউজিসির চাপে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন অবকাঠামো গড়ে তুলতে কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ফির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের ওপর।

ইউজিসির ৩২তম বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু সুষম সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ২০০৭ সালে প্রকাশিত ওই রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, বেসরকারি

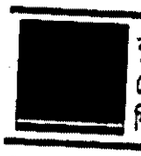

বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন মহলের অভিযোগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চ শিক্ষার নামে বাণিজ্য করছে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেবল সার্টিফিকেটধারী গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি করছে। সরকার, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চ শিক্ষার নামে বাণিজ্য করছে।

উচ্চ শিক্ষার নামে বাণিজ্য বন্ধে প্রস্তাবিত আইনে নতুন কিছু ধারা যুক্ত হচ্ছে। খসড়া আইনের ২ ধারায় নির্দেশ করা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মুনাফার জন্য প্রতিষ্ঠিত না হয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। ৪ ধারায় বলা হয়েছে, ধনী-গরিব সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ থাকতে হবে। ৮ (খ) ধারায় উল্লেখ রয়েছে, প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পাঁচ শতাংশকে বিনাখরচে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, নতুন প্রস্তাবিত আইনে কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য গলাকাটা ফি আদায় রোধ এবং শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধে এ ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

ইউজিসির একটি সূত্র জানায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ ভাগ দরিদ্র ছাত্র ভর্তির যে দাবি করা হচ্ছে তাতে ভাঁওতাবাজি রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিক, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইউজিসি ও মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের সুপারিশে শিক্ষার্থী ভর্তি করে তা দরিদ্র কোটায় দেখানো হয়। এর ফলে প্রকৃত মেধাবী দরিদ্ররা বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংগঠন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সভাপতি আসাদুজ্জামান রনো অভিযোগ করেন, এখানে মত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালিভাবে বিভিন্ন ফি আদায় করছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চ শিক্ষার নামে বাণিজ্য করছে। মূলত এ কারণেই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন ব্যক্তি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করলেও এর আর্থিক সংস্থান করছে ছাত্ররা। শতভাগ না হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত চলছে ছাত্রদের ফি দিয়ে। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জবাবদিহিতার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হবে। গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের নেয়া উচিত বলেও তিনি মনে করেন।